স্নেহময়ী মাতা

হে স্নেহময়ী গর্ভধারিণী জননী! তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার যে করে না, সে অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। যাহার তুমি আছ, তাহার এ দুনিয়ায় সবই আছে। যাহার নিকট হইতে তোমার বিরাগ বা বিয়োগ ঘটিয়াছে, সে নিহাতই হতভাগ্য অসীম দুঃখী। তুমি বিনা যে শিশুর দুনিয়া আঁধার। তুমি না থাকিলে যে শিশুর সর্ব আকাশই তমস মেঘে মেঘাচ্ছন্ন।

হে প্রেমময়ী! তোমার ঐ প্রেমময় ক্রোড় হইতে যে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার যে আর কোন ক্রোড়ই শান্তিময়-শীতল নয়। তোমার স্নেহের পরশ যাহার মস্তকে পড়ে নাই, তাহার আর অনুকম্পার আশা কোথায়? সে আর স্নেহবাৎসল্য কোথায় লাভ করিতে পারিবে?

হে করুণাময়ী মাতা! তুমি যে শিশুর আশ্রয়স্থল। শিশুর 'মা-মা'-এর করুণ আহবানে, তার সেই আচম্বিত বিপদ সন্ধিক্ষণের করুণ আর্তনাদ শ্রবণকারিণী যে তুমিই। ধূলাবালি মাখা, মৃন্ময় দেহ, কর্দমাক্ত শরীরের মলিনতা দূরকারিণী, হে শিশুর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারিণী মাতা! তুমি যে আমার সব। তুমি আছ বলে সবাই আমাকে ভালবাসে। তুমি না থাকিলে কেহ ভালবাসিবে না আমাকে। যে গৃহে তুমি নাই, সে গৃহ যে শূন্য। যে কক্ষে তুমি নাই, সে গৃহের যে শ্রী নাই। যাহার মা নাই, তাহার গাঁ নাই।

মা গো! তুমি শিশুর উপর সামান্য ফুলের আঘাতও স্বচক্ষে দেখিতে চাহ না।

হে দয়াময়ী! তোমার নয়ন-নীরে আমার বক্ষে দুঃখের সাগর সৃষ্টি হয়, তার উত্তাল তরঙ্গ আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

হে জননী! আমি তোমার নয়নাসার দেখিতে চাহি না। আমি চাহি তোমার স্নেহার্দ্র ওষ্ঠাধরের হাসির ফুলঝুড়ি। জীবনের উন্নত পদক্ষেপ এবং অমূল্য চরিত্র রচনায় তোমার নমুনা যে আমার চির অনুসরণীয়।

হে গুণময়ী মাতা! তোমার মোতি হেন আশীর্বাদ আমার সুন্দর জীবন ও মরণের অপরূপ অলঙ্কার। তোমার শিক্ষাগুণে আমি শিক্ষিত, তোমার উৎসাহ দানে আমি উৎসাহিত। তোমার আদর্শ দানে আমি আদর্শবান। তোমার ন্যায়-নিষ্ঠায় আমি নিষ্ঠাবান। তোমার মানবতায় আমি সার্থক মানব। তুমি যথার্থ প্রশংসার অধিকারী। তোমার পদতলে আমার বেহেশ্‌তের বালাখানা।

গুণবতী জননী! তুমি আমাকে গুণধর হইতে উদ্বুদ্ধ কর। আমাকে সার্থক মানুষ করিয়া গড়িয়া তোল।